দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... JUL 21 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

কুড়িগ্রামে ৬ মাস পরেও ৩০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী পাঠ্যপুস্তক পায় নাই

কুড়িগ্রাম সংবাদদাতা ॥ কুড়িগ্রাম জেলায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় অচলাবস্থা দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা যায়। শিক্ষাবর্ষের ৬ মাস অতিবাহিত হইলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৩০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এখনও পাঠ্য পুস্তক পায় নাই। ফলে জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অচলাবস্থা দেখা দিয়াছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, প্রায় অর্ধেক বিদ্যালয়ের ভুয়া চাহিদা পত্রের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিকমত বই পায় নাই। এই পরিস্থিতিতে জেলা শিক্ষা অফিস থানা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের গত বছরে ছাত্র-ছাত্রীগণকে প্রদত্ত পুরাতন পাঠ্য-পুস্তকের ৫০ ভাগ সংরক্ষণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তবে কিছু কিছু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করিয়া নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য পুরাতন

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

কুড়িগ্রাম

(৩য় পৃঃ পর)

বই সংরক্ষণ দেখাইয়া চলতি বছর প্রয়োজনের তুলনায় কম বইয়ের চাহিদাপত্র জমা দেয়। ফলে বই বিতরণ শেষে দেখা যায় যে, কুড়িগ্রাম জেলার ৩০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এখনও পর্যন্ত বই পায় নাই।

দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর অভিভাবকগণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় শিক্ষকদের নিকট বইয়ের জন্য যোগাযোগ করিলে বই বিতরণ শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানানো হয়। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসারের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী বই বিতরণ করা হইয়াছে। তিনি স্বীকার করেন যে, বই অনেক বিলম্বে বিতরণ করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য, কুড়িগ্রাম জেলায় মোট ৫ শত ৬৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৫ শত ৪৬টি বেসরকারী প্রাথমিক রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয় রহিয়াছে। জেলার কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ লইয়া জানা যায় যে, শিক্ষাবর্ষের ৬ মাস ১৫ দিন অতিবাহিত হইলেও ৩০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য পুস্তক পায় নাই। ফলে তাহারা স্কুল গমনে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। চরাঞ্চলের বিদ্যালয় গুলির অবস্থা আরও করুণ। বিদ্যালয়গুলি প্রতিদিন প্রায় ফাঁকা থাকে। দেখা গিয়াছে প্রায় ৪০/৫০ জন শিক্ষক চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে ভাড়াটিয়া লোক দ্বারা দায়িত্ব পালন করাইয়া থাকেন। এই সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকের অধিকাংশই এখনও বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতেছেন। ইহার ফলে তাহারা নিজ ইচ্ছামত অর্থের বিনিময়ে চরাঞ্চলে পোষ্টিং লইয়া সেখানকার ৮ম-৯ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া বেকার যুবকদিগকে দিয়া ৫ শত হইতে ৭ শত টাকা চুক্তিতে দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতেছেন। এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অজানা নহে। ইহার পাশাপাশি নীতি ও আদর্শ বলে শিক্ষকেরা বদনামের বোঝা মাথায় লইয়া শিক্ষকতা করিয়া যাইতেছেন। তাহারাও এই অনিয়মের বিরোধী।